OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 381 - 387
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 381 - 387
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

পাপ ভাবনার আলোকে কমল চক্রবর্তীর ‘আমার পাপ’ উপন্যাস

আশ্চর্য মাহাত
গবেষক
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: ascharyamahato@gmail.com
0009-0007-3216-5933

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
পাপ-পুণ্য, ধর্মভীরু, ঐশ্বরিক সত্ত্বা, আধুনিকতা, প্রায়শ্চিত্ত, গুরুদেব, স্বীকারোক্তি, গণিকা, অনুশোচনা, গায়িত্রী মন্ত্র।

Abstract

Kamal Chakraborty’s ‘Amar Pap’ (1984) portrays the gradual revelation of a sinful human mind that had long remained hidden beneath the layers of the psyche. In post-independence society, rapid political, social, and economic changes have made people increasingly insecure and self-centered, weakening the traditional sense of sin and virtue. Although modern science has reduced many superstitions and made old customs seem outdated, it has also led many to question divine existence and moral distinctions. Yet, when individuals commit wrongs and suffer for them, an inner moral awareness often reawakens. Despite modern outlooks, human beings remain inherently drawn to religious thought, and the narrator reflects this contradiction— being both highly educated and modern, yet unable to escape moral and spiritual conflict.

The narrator frequently mocks religion and devotion. He tries to undermine the influence of the spiritual gurus who initiated his mother and brother, plays irreverently with the Gayatri Mantra while disguised as a monk, and even arranges an abortion for his unmarried girlfriend. However, he is soon overwhelmed by guilt, feeling as though he has committed a grave sin. Later, when he faces unjust police harassment, he interprets it as a consequence of his past misdeeds, intensifying his sense of guilt.

Rekha, the novel’s heroine and a prostitute, also views herself as sinful due to her profession. The narrator, addicted to prostitutes, similarly considers himself a sinner. Despite his elite, educated background, he finds no essential difference between himself and Rekha, challenging the social belief that only prostitutes are morally impure. He also criticizes his fellow poets, who associate creativity with alcohol, forgetting poetry’s true purpose of uplifting society.

Through the narrator’s self-examination, the novel exposes not only individual guilt but also widespread moral corruption. Sin, the narrator suggests, is not confined to individuals like Rekha but is deeply embedded in society— within institutions, politics, religion, and systems of power.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 381 - 387
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

আটের দশকের ঔপন্যাসিক কমল চক্রবর্তী ছিলেন (১৯৪৪-২০২৪) বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। একাধারে তিনি গদ্যকার, কবি, নাট্যকার, সম্পাদক ও সমাজকর্মী। তাঁর লেখা 'বৃক্ষ' (১৯৯২) 'জঙ্গল' (২০১৬), 'অরণ্য হে' (২০২২), 'পাহাড়ু' ইত্যাদি অরণ্য ও আদিবাসী বিষয়ক উপন্যাস যেমন পাঠক সমাজে সমাদর পেয়েছে তেমনি আধুনিক জীবনকেন্দ্রিক 'কলকাতা' (১৯৮৭), 'ব্রহ্মভার্গব পুরাণ' (১৯৯৩), 'স্যার যদুনাথের আদি ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৯৯৬) ইত্যাদিও বাংলা সাহিত্য জগতে সমাদৃত। বাংলাসাহিত্যের পাশাপাশি সমাজ ও পরিবেশে তাঁর অসীম অবদানের কথা বলা স্বল্প বাক্যে সম্ভম নয়। সমাজকর্মের জন্য তিনি বহু মানুষের মনের জগতে স্থায়ী আসন দখল করেছেন। পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে ডাঙ্গরজুড়ি গ্রামে 'ভালোপাহাড়' (১৯৯৬) সংস্থা স্থাপন করেছেন। সেখানকার প্রত্যন্ত এলাকায় গড়ে তুলেছেন প্রায় তিরিশ লক্ষ দেশি-বিদেশি বৃক্ষের আশ্রয় স্থল। তৈরি করেছেন আদিবাসী শিশুদের জন্য স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি। তাঁর বহুবিধ রচনার মধ্যে প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'আমার পাপ'-এর (১৯৮৪) পাপ ভাবনা বিষয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করার প্রয়াস করব।

কমল চক্রবর্তীর 'আমার পাপ' আধুনিকতম জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস। নাম অনুযায়ী বোঝা যায় উপন্যাসে কোথাও না কোথাও পাপ ছড়িয়ে থাকতে পারে। প্রতিটি মানুষ জীবনের কোনো না কোনো মুহূর্তে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে ভুল করে থাকেন এবং সেই থেকেই তাদের পাপবোধ জন্মে। তবে কিছু মানুষের ক্ষেত্রে সেই অনুশোচনা দেখা যায় না। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে আমরা দেখেছি ভিখু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অন্যায় কাজ করে গেলেও তার পাপবোধ বা অনুতাপ আসেনি তাই লেখক বলেছিলেন—

> "হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল, এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা 'প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনোদিন পাইবেও না।"[১]

এরকম সমাজের অন্ধকারে থাকা ও স্বাভাবিক বোধ বর্জিত মানুষজন ব্যতীত সমাজবদ্ধ সবার মনেই পাপবোধ আসে যদি তাঁরা বিধিবিরুদ্ধ কাজ করে থাকেন। তবে লোক লজ্জার ভয়ে সেই গ্লানিবোধ মনের গোপনেই থেকে যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসের শেষে সত্যচরণকে আমরা দেখতে পাই অপরাধ বোধ অনুভব করতে। সত্যচরণ উপলব্ধি করেছিলেন তার হাতেই ঘন অরণ্যে মোড়া নাঢ়া লবটুলিয়া রূপ পরিবর্তিত হয়েছিল, সরস্বতী হ্রদের অপূর্ব বনানীও নষ্ট হয়েছিল, জঙ্গল কেটে কেটে শস্যপূর্ণ জনপদ বসেছিল। সেই স্বীকারোক্তি তিনি করেছিলেন এবং অরণ্যের দেবতাদের উদ্দেশে ক্ষমা প্রার্থনাও করেছিলেন–

> "হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়। বিদায়! ..."[২]

কমল চক্রবর্তীর 'আমার পাপ' উপন্যাস জুড়ে আমরা দেখতে পাই মনের তলে চাপা পড়ে থাকা এইরকম অনেক ধরনের পাপকে উন্মোচিত হতে। মানুষ আজ আধুনিক শিক্ষায়, আধুনিক আদব-কায়দায়, আধুনিক মননে চালিত। তাই অনেকেই যেমন কোনো ঐশ্বরিক সত্ত্বাকে বিশ্বাস করে না তেমনি অনেকে ন্যায়-অন্যায় বা নৈতিকতাকেও তোয়াক্কা করে না। কিন্তু বিপদে পড়লেই হঠাৎ তাদের ঐশ্বরিক ভাবনা ও ন্যায়-অন্যায় বোধ জেগে উঠতে দেখা যায়। দৈব শক্তির মহিমায় বিশেষ কারো উন্নতি সাধন হলেও একই ভাবনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আমরা বুঝতে পারি মানুষ মাত্রেই ধর্মভীরু। উপন্যাসে আধুনিক জীবন যাপনের প্রতিনিধি উচ্চশিক্ষিত কথককে দেখা যায় উক্ত ভূমিকাগুলির মধ্য দিয়ে বাহিত হতে। তিনি রেখা নামক এক গণিকার প্রেমে আসক্ত। তিনপুরুষের বেশ্যা রেখার নিজের পেশার প্রতি ঘৃণা বোধ নেই কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিতে সতী নারীর যে ধারণা রয়েছে সেই বোধ থেকেই হয়তো তার নিজের প্রতি পাপবোধ জন্মায়। তাই রেখা তার গণিকা জীবনের কলঙ্ক ও গ্লানি গঙ্গাসাগরে ধুয়ে ফেলে নিজেকে শুদ্ধ করে নিতে চায়। মুক্তি পিয়াসি রেখা তাঁর প্রেমিককে বলেছে—

> "—আমার অনেক পাপ। আমি পাপীয়সী। আমার মুক্তি নেই। আমাকে নে যাবে?"[৩]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 381 - 387
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অন্যদিকে তার প্রেমিক অনুভব করেছে যে, রেখা যদি পাপী হয় তাহলে সে নিজেও পাপী কারণ সেও তো বেশ্যাসক্ত। তাই কথক বলেছেন—

> "আমারও অনেক পাপ রেখা, তুমি জানো না। সমস্ত পকেট খালি হয়ে যায়।"[৪]

প্রশ্ন জাগে গণিকায় আসক্তিতেই যে পুরুষের পকেট খালি হয়ে যায় সেই পুরুষ কি পাপী নয়? রেখার তিন পুরুষ বেশ্যাবৃত্তি করছে আর তার প্রেমিকের তিন পুরুষ প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ছেন। এই দুই বিপরীত অভিমুখের দুই যাত্রী আজ একই জায়গাতে দাঁড়িয়ে, একই পাপের বোঝা নিয়ে।

আধুনিক জীবন জটিলতায় অনেক পুরুষই সিগারেটে টান দিয়ে কাঁদছেন। আমরা বুঝতে পারি জীবন নদীর জোয়ার-ভাটায় পরিশ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত অভিজাত অনেক পুরুষই গণিকার কোলে শান্তির নীড় খোঁজেন। অশিক্ষিত বেশ্যার সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া প্রেমিকের কোনো পার্থক্য নেই, এখন তারা দুইই এক। আজ রেখা যদি তার বৃত্তির জন্য পাপের অধিকারী হয় তাহলে সমাজ প্রতিষ্ঠিত পুরুষ হলেও বেশ্যাসক্ত প্রেমিকও পাপী। এই ভাবনা থেকেই প্রেমিকের মনে পাপবোধ এসেছে। শুধু গণিকাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত মহিলারাই অস্পৃশ্য এই চিরাচরিত সমাজ ভাবনাকে খণ্ডন করে বেশ্যাসক্ত পুরুষদেরও সমান পাপের অধিকারী করে আমাদের নতুনভাবে ভাবতে শেখালেন ঔপন্যাসিক কমল চক্রবর্তী।

নাগরিকতার আগ্রাসনে পৃথিবী আজ দূষণময়। আবার নাগরিক মানুষের শারীরিক দূষণের অন্যতম একটি দিক মদ্যপান। উপন্যাসে দেখা যায় কলকাতাবাসী বিখ্যাত কবি অরুণদাকে আমন্ত্রণ জানাতে আসে নন্দন বোস নামে মফসসলের একটি ছেলে। ছেলেটি তাদের ক্ষৌম পত্রিকার কবি সম্মেলনে কবি অরুণদাকে নিয়ে যেতে চায়। ছেলেটি কবিতা লেখে কিন্তু মদ খায় না একথা শুনতেই মদের আড্ডারত কবিদল তাকে ঘিরে নানান ঠাট্টা শুরু করে—

> "মিনিমাম সাতবার সিলিফিস না হলে সাহিত্য হয় না ভাই! যত লাংস ফুটো হবে তত মনের জোর বাড়বে। তো তুমি দেখছি নিস্পাপ কিশোর। যাও ঘরে ফিরে দুদুভাতু খাওগে।"[৫]

এই পাপমুক্ত কিশোরকে ব্যাঙ্গ করার মধ্যেই কথক দেখতে পান তাঁদের কবিদলের মধ্যে অসংখ্য সিলিফিস টিউবারকুলসিস। অনুভব করেন নিজেরা বহুদিন ধরে শুধুই মদ পান করছেন সাহিত্য চর্চার নামে, -

> "আমাদের সাহিত্য-শিল্প মদের সঙ্গে অণু অণু হয়ে রক্তে মিশে যাচ্ছে।"[৬]

তাঁরা আসলে মদের নেশাকেই সাহিত্য বলে ভুল করছেন। মদ যেন সাহিত্যের অঙ্গ যা পান না করলে সাহিত্য হয় না। অথচ তাঁরা ভুলে গেছেন সাহিত্য-শিল্পের আসল উদ্দেশ্যই বা কি। ছেলেটি মদ না খেয়েও কবিতা লেখে এবং তার কচি মন বিশ্বাস করে কবিতা একদিন পৃথিবীকে শোষণমুক্ত ও দূষণমুক্ত করবে। সাহিত্যের এই শ্বাশত বিষয়টি কবিগোষ্ঠী ভুলে গেছেন এই বোধ জাগ্রত হয়। নিস্পাপ নির্ভেজাল ছেলেটিকে দেখেই কথক নিজেদের ক্ষয়িষ্ণু দিকটিকে দেখতে পেলেন এবং কবি সত্ত্বার প্রতি এক গুঢ়তর পাপ অনুভব করলেন। কমল চক্রবর্তী তাঁর অন্যান্য লেখাতেও এভাবেই চিরকালীন বিশুদ্ধতার বার্তা দিয়ে থাকেন।

মানুষ মাত্রেই ধর্মভীরু। আধুনিক যুগে দাড়িয়ে কিছু মানুষ ধর্মের আচার আচরণ নিয়মিত পালন না করলেও অন্তরে থাকে স্বধর্মের প্রতি সম্মান ও আস্থা। ফলে কোনো সময় যদি কেউ ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ করে থাকে তাহলে তার মনে জন্ম নেয় পাপবোধ। উপন্যাসে দেখা যায় কথক নিজে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ নেন এবং দুঁদে ব্যবসায়ী, গন্ধদ্রব্য কারবারি দু-জন মেয়েকে তাঁর শিষ্য বানিয়ে নেন। ভেকধারী সন্ন্যাসী তিনি অনবরত সংস্কৃত মন্ত্রের ভুল উচ্চারণ করছেন কিন্তু মেয়েগুলি ভুল ধরতে পারে না। কথক বলেন, -

> "আমার সাজ কোয়ার্টার সাধুর। এতেই দু-দুটো যুবতী জালে পড়েছে। যদি সত্যিকারের সাধু হতে পারতাম, ...।"[৭]

এক শিষ্যা নিজেকে গুরুর কাছে নিবেদন করে মোক্ষলাভ প্রার্থনা করলে ছদ্মবেশী গুরু সন্ন্যাসী মদের খালি বোতলে পবিত্র সংগমের জল নিয়ে আঙ্গুলের ডগা দিয়ে যুবতীর শরীরে গায়ত্রী মন্ত্র লিখে দেন। বলেন, -

> "গায়ত্রী মন্ত্রের মত শুদ্ধ, পবিত্র তো আর কিছু নেই। আমি তোমার বুকে পিঠে নাভিতে গায়ত্রী লিখে দিচ্ছি।"[৮]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 381 - 387
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কিন্তু এমন কাজ করার পরই ছদ্দ গুরুর মনে এক ভীতিবোধ জেগে ওঠে। পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র নিয়ে ছেলেখেলা করার ভয়, তাও আবার যুবতীর খোলা শরীরে গায়িত্রী মন্ত্র লিখে দেওয়ার জন্য ভয়ানক পাপের ভয়। যুক্তিবাদী আধুনিক মানুষ পাপবোধে জর্জরিত হলেও তা মনের গোপনে রেখে নেন কিন্তু তা স্বীকারোক্তি করার এই রীতি বাংলা উপন্যাস জগতে অনন্য হয়ে রইল।

আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে মানুষের চিন্তা চেতনা উচ্চ শিখরে গেলেও সমাজবদ্ধ মানুষ নিজেদের আচার বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে নানান বিধি-নিষেধ মেনে চলেন। আলোচ্য উপন্যাসেও দেখা যায় কথকের মায়ের অপার ভক্তি তার গুরুদেবকে কেন্দ্র করে। কিন্তু কথক এসব বিশ্বাস-আশ্বাসের ধার ধারেন না। মায়ের নাম বিমলা, গুরুদেব যখন সেই নাম বিমল বলে ডাকে তখন কথকের খুব রাগ হয়। বাড়িতে গুরুদেবের আপ্যায়নের জন্য ধার্য করা দু-তিনটে দিন দু-তিন বছরের মতোই দীর্ঘ হয়ে ওঠে। গুরুদেবের জন্য রুপোর থালায় সাজিয়ে রাখা সন্দেশ তুলে খান, গুরুদেবের জন্য আধঘন্টা ধরে ফোটানো গাঢ় দুধে চুমুক দেন চুপিচুপি।

পরিবারের লোকজনের ঐশ্বরিক সত্ত্বার ওপর অটুট আস্থা এবং সেই বিশ্বাসের প্রতি গোপনে ছেলেখেলা করেন কথক। হয়তো তাঁর ইচ্ছা হয় গুরুদেবের উদ্দেশ্য পণ্ড করে দিতে নয়ত বা বাসনা জাগে গুরুর প্রতি বাড়ির লোকের আস্থা প্রত্যয়কে ভুল প্রমাণ করে দিতে। একবার বাড়িতে গুরুদেবের জন্য মহাপূজার আয়োজনে কুড়ি থালা পায়েস রান্না করা হয়। কথক গোপনে সেই পায়েসের উপর পা ডুবিয়ে চলে যান। ঘন্টাখানেক পরে গুরুদেব এসে সেই পায়ের ছাপ দেখে অবাক হন এবং প্রচার করে দেন কৃষ্ণ ঠাকুর স্বয়ং এসে পায়েসে পায়ের ছাপ দিয়ে গেছেন। এরপর ওই পায়েস মহাপ্রসাদে পরিণত হয়। অল্প একটু নৈবেদ্য পাওয়ার জন্য লম্বা লাইন পড়ে যায়। ভগবানের পায়ের ছোঁয়া প্রসাদ কেউ মরা বাবার মুখে দেবে, কেউ আরও কাউকে খাওয়াবে, নিজে খাবে পুণ্য লাভ করবে। মানুষের এরকম বিশ্বাস দেখে কথক রীতিমতো বিস্মিত হন কারণ এ তো প্রত্যাশিত ছিল না। কথকের মনে ভয়ের সূচনা হল, ভাবলেন হাজার হাজার মানুষের ভক্তি কি বৃথা হতে পারে? তবে কি তিনি পাপ করে ফেললেন? ঈশ্বরের নামে এমন কাজ করা কি তাঁর উচিত হল? পায়েসে পা দেওয়ার উদ্দেশ্য তো ছিল অন্য কিন্তু তাঁর সেই কর্মকাণ্ডই এত মানুষের ভক্তি ডেকে আনল! ঠিক এইভাবে আমরা ভয় পেতে দেখেছি শিবরাম চক্রবর্তীর 'দেবতার জন্ম' গল্পের গল্প কথককে, মানুষের অপার ভক্তি দেখে তিনিও সামান্য নুড়ি পাথরকে শিবের প্রণাম দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পটিতে দেখা যায় দরজার সামনে রাস্তার মাঝে পুঁতে থাকা একটি সাধারণ নুড়ি পাথর ছিল কথকের নিত্য যাতায়াতের পথে কাঁটা স্বরুপ। বাইরে বেরোতে গেলে সেই পাথরে পা লাগত, এমনকি বড় দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা ছিলই। যাতায়াতের বাধা দানকারী এই নুড়িটিকে উচ্ছেদ করে সরিয়ে দেন তিনি। কিন্তু দেখা যায় সেই নুড়িটিকে তুলে নিয়ে গিয়ে একজন লোক দেবতা বলে প্রতিষ্ঠা করে সিঁদুর-বেলপাতা-আতপচাল দিয়ে পুজো করতে শুরু করে। ক্রমে প্রচুর মানুষ সেটিকে শিবলিঙ্গ মেনে পুজো করতে আরম্ভ করে। কিন্তু কথক পুজো করেননি কারণ তিনি পাথরটির অতীত জানতেন, একসময় নিত্যদিন তাঁর পা সেটির ওপরই পড়ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও অগণিত মানুষের অপার বিশ্বাস এবং বসন্ত মহামারীর ভয় তাঁর মনেও ভক্তি জাগাতে শুরু করে। শেষপর্যন্ত শিবলিঙ্গ রুপী পদদলিত সামান্য নুড়িকে প্রণাম করে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে বাধ্য হন—

"বাবা, আমার মুঢ়তা মার্জনা করো, মহামারীর কবল থেকে বাঁচাও আমাকে এযাত্রা।"[৯]

এই সচেতন নাগরিক কথক ম্যাডিকেলে গিয়ে বসন্ত মহামারীর টীকা নেওয়া সত্ত্বেও এবং পাথরটির বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত থাকলেও যেমন ভয় পায় তেমনি আলোচ্য উপন্যাসেও আমরা দেখতে পাই আধুনিক যুক্তিবাদী কথক পায়েসের ওপর পায়ের ছাপের সত্যতা জানলেও তাঁরও মনে ভীতি সঞ্চারিত হয়। এই দুই ঘটনার মূলেই রয়েছে ঐশ্বরিক সত্ত্বার ওপর অগনিত মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস। আধুনিকতার উচ্চ শিখরে গেলেও মানুষ সেই বিশ্বাসের শিকড় ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারেননি।

জীবনের পথে কোনো বিপদ এলে আমরা সাধারণত ভেবে থাকি কোনো পূর্ব পাপের ফল ভোগ করছি হয়তো। আলোচ্য উপন্যাসে দেখা যায় এক নতুন জায়গাতে কবিতা পড়তে গিয়ে কথকদের কবি দলটিকে মাইলের পর মাইল

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 381 - 387
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হাঁটতে হয়, কোনো ভ্যানের ব্যবস্থা নেই। আর সেই জায়গা থেকে গোলাবারুদ পাওয়া গেছে বলে পুলিশের কাছে হেনস্থাও হতে হয় তাঁদেরকে। এই যন্ত্রণা পাওয়ার সময় পূর্বকৃত দুষ্কর্মের কথা মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে শুরু করে আর মনে হয় সেই অপকর্মগুলির ফলই হয়ত ভোগ করার সময় এসেছে, -

> "মনে পড়ছে, পায়েসে পায়ের ছাপ। এভাবে একটা রাত ন'টায় পাপ ফিরে আসছে।"[১০]

সংকটে পড়ে ভাবছেন প্রায়শ্চিত্ত করে পুণ্য অর্জনের কথা যা এর আগে কোনোদিন ভাবার প্রয়োজন মনে করেননি, -

> "প্রায় পঞ্চাশজন পুলিশ...। আমাদের কোমরে দড়ি বাঁধেনি।... অনেক রাত হয়ে গেল। এসব কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত? প্রতিটি পাপের নোট রাখা দরকার। প্রায়শ্চিত্ত কি এভাবেই হবে? আমি আসলে আজও বুঝতে গণ্ডগোল করে ফেলি; কোনটা পাপ, কোনটা নয়। পুণ্যের কথা কখনোই ভাবিনি। ...আমার শব্দ একটি, পাপ। পাপ কিংবা পাপ নয়।"[১১]

বর্তমানের আধুনিক মানুষ অনেকেই পাপ-পূণ্যের কথা না ভেবেই অন্যায় করে যান কিন্তু বিপদ এলে নিজেদের জীবনের পূর্বে ঘটে যাওয়া ন্যায়-অন্যায়কে ফিরে তাকানোর অবকাশ পান। ঔপনাসিক কমল চক্রবর্তী আমাদের ভাবনার সেই চিরাচরিত বিষয়টি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন।

কথকের দাদা এক খ্যাতনামা গুরুর নিকট দীক্ষা নেয়। সে গুরুদেবের ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউস থেকে বিভূতি নিয়ে আসে। সেই বিভূতি আসার পর থেকে দাদার ক্রমশ উন্নতি হতে থাকে। দাদা সিনিয়র এক্সিকিউটিভ পদে উন্নিত হয়, ছেলের পর মেয়ে হয় এরকম আরও তাদের নানা কাঙ্ক্ষিত চাহিদাগুলি পূর্ণতা পায়। কথক একদিন দাদা বৌদির অবর্তমানে বিভূতির ছাই ফেলে দিয়ে খানিকটা সিগারেটের ছাই-এর সঙ্গে একফোঁটা কান্তা সেন্ট ঢেলে দেন। পরের দিন সকালে সেই বিভূতি দেখে দাদা অবাক হয়ে বৌদিকে বলে, -

> "শিলা দেখ, আগে বিভূতিতে গোলাপের গন্ধ ছিল, এখন চামেলির গন্ধ হয়েছে। কী অপূর্ব! নিজে থেকে গন্ধ পালটে যায়। মহিমা।"[১২]

তার পরিবারে গুরুদেবের অসীম কৃপা পড়েছে এই বিশ্বাসে তাদের জীবন আরও রঙ্গিন হয়ে ওঠে। সত্যি মিথ্যা যাচাই না করেও গুরুদেবের মহিমার ওপর আস্থা এবং তাতেই দাদার ঈপ্সিত শ্রীবৃদ্ধি হওয়া এতো নিছক সাধারণ ঘটনা হতে পারে না। কথক চিন্তায় পড়ে যান। গুরুদেবের বিভূতি নিয়ে ছেলেখেলা করার ভয় মনের মধ্যে জেগে ওঠে।

নীতা নামে কথকের এক বান্ধবী তার প্রেমিক বন্ধুর কারণে কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হয়ে পড়ে। কথক সেই বান্ধবীকে অ্যাবরশন করাতে নিয়ে যান। নীতা নিজের শিশুকে মেরে ফেলার পাপ বোধ করলে কথক তাকে ভরসা দেন। বুঝিয়ে বলেন নানা কথা যেমন, তাঁর এক মাসতুতো বোনের অ্যাবরশন করানোর ছয় মাসের মাথায় ইঞ্জিনিয়ারের বরের সাথে বিয়ে হয়, কিছু বন্ধু আছে যারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় সন্তান চায় না বলে কিউরেট করিয়ে নেয়। এই বিষয়টি অনেকেই খুব স্বাভাবিক মনে করে। নীতাকে আরও সাহস দেয়, -

> "ওরা বিয়ের পর প্রকাশ্যে করালো, তুমি বিয়ের আগে গোপনে, তফাৎ নেই।"[১৩]

কিন্তু এই ঘটনার পর নীতা হয়ত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে কিন্তু কথকের মনে পাপ বোধের সংশয় জেগে ওঠে-

> "পাপ? অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে, গুরুদেব বলেছিলেন। আমি কি পাপ লালন করছি! না-বিয়ে হওয়া যুবতির অবাঞ্ছিতকে তাড়াতে সাহায্য করছি!"[১৪]

এই অনুশোচনা ক্রমশ গাঢ় হতে থাকে, -

> "নীতার কি মনে পড়ে মেরে ফেলা তার প্রথম সন্তানের লাল জুতো? মনে পড়ে আমার মতো পাপীকে? যে তার জরায়ু থেকে প্রথম সন্তানকে শিকড় শুদ্ধ ছিঁড়ে ফেলেছিল?"[১৫]

কথকের তেইশ বছরের বন্ধু যতীন রেল লাইনে মাথা রেখে মৃত্যু বরণ করে, বন্ধুর সেই মরা মুখ দেখে মনে হয়নি পাপী মুখ। আবার একদিন সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে দু'জন যুবকের দেহ বুকে বুলেট গাথা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন, তাদের মুখ দেখেও পাপী মুখ মনে হয়নি। আরও দু-তিনটে ছেলে মেয়ের মুখ দেখলেও মনে হয়নি। নিস্পাপ হলেও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 381 - 387
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পরিস্থিতি তাদের মৃত্যু ডেকে এনেছে। কথকের নিজের মনের মধ্যে ভয় সঞ্চার হতে শুরু করে, হয়তো তিনি ভাবছেন তিনি নিজে পাপের মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন। আবার ভাবছেন আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা অনেক পাপী লোকের কথা, -

> "একধরনের পাপীর ছবি মনে রয়েছে। তারা ভুসিমালের দোকানে, অ্যাসেমব্লিতে, বড় বড় মঠ, গির্জায়, মসজিদে, হোয়াইট হাউসে, বারুদের কারখানায়, শার্ট-প্যান্ট, ধুতি-চাদর স্বচ্ছ ঘুরে বেড়ায়। কেউ কেউ মুখে লম্বা লম্বা দাড়ি। ঈশ্বর ঈশ্বর নিয়ে বাতেলা।"[১৬]

আমাদের সমাজ ব্যবস্থা যে পাপকর্ম দিয়েই চালিত হয় সেই কালো দিকটি লেখক এখানে তুলে ধরেছেন।

আমাদের মনুষ্য জগৎ ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের বোধে জর্জরিত। অর্থসম্বলহীন সাধারণ মানুষকে যারা শোষণ করে সেই পাপিষ্ঠ লোকেদেরও যখন পাপ-পুন্যের ধারণা নিয়ে চলতে দেখি তখন আমরা খানিকটা অবাক হই। এ-প্রসঙ্গে ভগীরথ মিশ্রের 'রাবণ' গল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়। গল্পে দেখা যায় অত্যাচারী জমিদার সতীকান্ত সিংহবাবু নিত্য নতুন নতুন মেয়ে মানুষের সঙ্গ চায়। প্রয়োজনে ইপ্সিত নারীর পরিবারের সর্বস্ব লুটে তাদের পথে বসিয়ে দিতেও দ্বিধা নেই। নারী লোভী এই জমিদারকেও কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে পাপের ভয়ে সংযমী থাকতে দেখা যায়। যেমন - যে স্ত্রীর স্বামী শীতের রাতে তেঁতুল তলায় মৃত্যু পথযাত্রী সেই স্ত্রীর সঙ্গে সেই মুহূর্তে সহবাস করা মহাপাপ–

> "যে রমণীর সোয়ামী লরক-যন্তন্না পেতে পেতে মরছে শীতের রাতে, তেঁতুল তলায়, নিঃশব্দে, - উয়ার সাথে সহবাস! মহাপাপ হব্যেক তাতে। আর, এ কথা দুনিয়ার কে-ই বা না জানে যে, পাপ উয়ার বাপকেও নাই ছাড়ে!"[১৭]

গরীব মানুষের ক্ষতি করেও সতীকান্তবাবু কোনোদিন অনুতপ্ত হয়নি। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে পাপের দংশন ভয়ে ভীষণ সতর্ক সে। জমিদারবাবুর এই বিশ্বাসকে এড়িয়ে যেতে পারেনি খেজুর গুড়ের মহালের মালিক রাবণ মাঝিও। তাই মহালে রাত জাগুয়া প্রহরাজ বেজকে তেঁতুল গাছে বেঁধে সারা শরীরে গুড় মাখিয়ে লাখ লাখ বিষপিঁপড়ার কাছে মৃত্যুর মুখে ফেলে দিয়ে রাবণ এগিয়ে গিয়েছিল প্রহরাজের যুবতী বৌয়ের ঘরের দিকে কিন্তু সেই সময় সতিকান্তবাবুর বিশেষ সতর্কবার্তা মনে পড়ে গেলে পাপের ভয়ে আর সেদিকে পা বাড়ায় না।

'আমার পাপ' উপন্যাসের অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কথক সচেতনভাবে অনুচিত কাজ করছেন এবং পরে সেই জায়গা থেকেই তাঁর ভয় এবং পাপবোধ আসছে। তিনি সেই পাপের স্বীকারোক্তি করেছেন কোনো আড়াল না রেখে। সুমিতা চক্রবর্তীর মতে, -

> "পাপবোধ ও অনুশোচনা-জারিত স্বীকারোক্তির তীব্রতা সেভাবে অনুভব করা যায় না লেখাটিতে।"[১৮]

কথকের গ্লানিবোধ ও অনুতাপের প্রখরতা দেখা যায়নি একথা সত্যি এবং প্রায়শ্চিত্ত করার কথাও তিনি জোর দিয়ে বলেননি। তবে রেখার মতো তিনিও গঙ্গাসাগরে গিয়ে পাপ ধুয়ে ফেলার কথা ভেবেছেন, -

> "সব থেকে বড়ো পাপী আমি দৌড়োচ্ছি। ভয়ে। ভাবছি কুম্ভমেলায় গিয়ে সংগমের জলে সমস্ত পাপ স্খালন করব।"[১৯]

অবশ্য বেশ্যা রেখার পাপবোধের তীব্রতা বেশি ছিল বলেই সে গঙ্গাসাগরে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে মুক্তি লাভ করেছে।

কমল চক্রবর্তীর 'আমার পাপ' উপন্যাসের বিষয়ের সঙ্গে তাঁর অন্য কোনো উপন্যাসের মিল তেমন নেই। তবে তাঁর 'অরণ্য হে' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই অরণ্য ধ্বংসের জন্য সমগ্র মানব জাতিকে পাপবোধ অনুভব করতে। আমরা আধুনিক সভ্যতার নামে ক্রমশ অরণ্য ধ্বংস করে চলেছি –

> "তোরা অরণ্য শেষ করে, আরণ্যক পড়ছিস, ছিঃ! ওই গ্রন্থে তোরা হাত দিস না। আমার অরণ্য ফিরিয়ে দে! ছায়া- বিভূতিভূষণের প্রবল কান্নায় নিশীথ অরণ্য ভেসে যায়।"[২০]

আমরা কৃতঘ্নের মত গাছের শত্রু, ক্রমশ গাছ কেটে নগর বসাচ্ছি। কানায় কানায় পাপে পূর্ণ আধুনিক মানব জাতি। তাই লেখক বলেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'-এর মত পবিত্র গ্রন্থ ছোঁয়ার যোগ্যতা আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

যারা শাস্ত্রকে মনে প্রাণে মানে তারা সর্বদা পাপ-পুণ্যের বোধ নিয়েই হাটে। আধুনিক শিক্ষিত যুক্তিবাদী মানুষ অনেকেই শাস্ত্র মানতে চায় না। তবু এই না মানার মধ্যেই পুরুষানুক্রমে অভ্যাসের মধ্যেই বিচার-অবিচার বোধ লালিত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 381 - 387
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হয়ে আসে কারণ মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সামাজিক শিক্ষার মধ্যেই আসে নৈতিকতা যা আমাদের মজ্জাগত। স্বাধীনতার পর আমাদের সমাজে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সবদিক দিয়ে প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ হয়েছে বিপন্ন, ব্যাক্তিকেন্দ্রিক। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের মন থেকে পাপ-পূণ্যের বোধ ক্রমশ ক্ষীণ হতে চলেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও এক অদৃশ্য অঙ্গুলি জাগ্রত রয়েছে আমাদের অন্তরে যা ন্যায়-অন্যায় বা পাপ-পুণ্যের বোধকে সর্বদা চিনিয়ে দিতে উদ্যত। মানুষ আধুনিক সভ্যতার উচ্চ শিখরে উড্ডীয়মান হলেও সেখান থেকে মুখ ফেরানোর উপায় নেই এই বিষয়টিকে ঔপন্যাসিক কমল চক্রবর্তী তাঁর 'আমার পাপ' উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, প্রাগৈতিহাসিক, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ৭ এপ্রিল ১৯৩৭
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, আরণ্যক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১, পৃ. ১৬৭
৩. চক্রবর্তী, কমল, উপন্যাস সমগ্র ১, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ২৭
৪. তদেব, পৃ. ২৮
৫. তদেব, পৃ. ৩৩
৬. তদেব, পৃ. ৩৩
৭. তদেব, পৃ. ৫১
৮. তদেব, পৃ. ৫২-৫৩
৯. চক্রবর্তী, শিবরাম, 'দেবতার জন্ম ও অন্যান্য গল্প সেই সঙ্গে মহা পাকিস্থানের পথে' দি বুক এম্পোরিঅম লিমিটেড' কলকাতা, পৃ. ২২
১০. চক্রবর্তী, কমল, উপন্যাস সমগ্র ১, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ৭২
১১. তদেব, পৃ. ৭২
১২. তদেব, পৃ. ৫৬
১৩. তদেব, পৃ. ৬৩
১৪. তদেব, পৃ. ৬৩
১৫. তদেব, পৃ. ৬৩
১৬. তদেব, পৃ. ৭২
১৭. মিশ্র, ভগীরথ, শ্রেষ্ঠ গল্প, মৌসুমী সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৬৫, পৃ. ১৬১
১৮. চক্রবর্তী, কমল, উপন্যাস সমগ্র ২, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৭ পৃ. ১২
১৯. চক্রবর্তী, কমল, উপন্যাস সমগ্র ১, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ৬৩
২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, আরণ্যক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১, পৃ. ১৬৭

Bibliography:

চক্রবর্তী, কমল, উপন্যাস সমগ্র ১, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫
চক্রবর্তী কমল, জঙ্গল, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১ বৈশাখ ১৪২৬
চক্রবর্তী, কমল, অরণ্য হে, প্রতিভাস প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০২২
চক্রবর্তী, কমল, উপন্যাস সমগ্র ২, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৭
চক্রবর্তী, কমল, উপন্যাস সমগ্র ৩, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৮
চক্রবর্তী, কমল, উপন্যাস সমগ্র ৪, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২২
চক্রবর্তী, কমল উপন্যাস সমগ্র ৫, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৫